# বিষয়বস্তুঃ নবীজির রাষ্ট্রনীতি

## রবীউল আউয়াল মাসের দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান

(১৩ রবীউল আউয়াল ১৪৪৫ হিজরী, ২৯ শে সেপ্টেম্বর ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১১৪

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۞

صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

**ঈমানদার ভাই সকল !** আজ রবীউল আউয়াল মাসের ১৩ তারিখ, দ্বিতীয় জুমুআ। আমরা জানি, এই রবীউল আউয়াল মাসে প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম এবং মৃত্যু দু'টই ঘটেছিল। সেজন্য এ মাসে গোটা পৃথিবীতে বিশ্বনবীর জীবনচরিত নিয়ে আলোচনা করা হয়। আজ আমরা নবীজির রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। প্রথমে আমরা কুরআন করীমের একটি

আয়াত লক্ষ্য করি। আল্লাহ তায়ালা সূরা কলমের ৪ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ "হে নবী ! নিশ্চয় আপনি মহান আদর্শের অধিকারী।" এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, পৃথিবীতে যত আদর্শপুরুষের আগমন ঘটেছে, সকলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আদর্শবান হলেন নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পৃথিবীর এমন কোন উত্তম আদর্শ ও চরিত্র নেই যা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল না।

আমরা অনেকে মনে করি, শুধু নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে নবীজির আদর্শকে অনুসরণ করা জরুরী। দুনিয়ার বাকি কাজগুলি যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষাবাদ, লেনদেন, আদানপ্রদান এবং বিশেষ করে মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আদালত ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নবীজির নীতি আদর্শকে ফলো করা জরুরী না। আবার কিছু মানুষ অজ্ঞতাবশত এমন কথাও বলে থাকেন যে, মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। তারা মনে করেন, নবী এসেছিলেন শুধু নামায রোযা শেখাতে। এটা

সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বরং সঠিক কথা হল, বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবজীবনের সব কিছু শেখানোর জন্য এসেছিলেন।

বিশ্বনবীর জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ আমরা গত জুমুআর বয়ানে শুনেছি। আজ আমরা শুধুমাত্র তাঁর রাষ্ট্রনীতির আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করব। অর্থাৎ নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পর যখন ইসলামী শাসন কায়েম করেছিলেন, তখন তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনার পরিকাঠামো ও নীতিমালা কেমন ছিল ? তবে যেহেতু এই অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত নীতিমালা তুলে ধরা অসম্ভব, তাই আজ আমরা তাঁর রাষ্ট্রনীতির শুধুমাত্র ৩টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার প্রয়াস করব। (১) জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সমমর্যাদা প্রদান, (২) ইনসাফ তথা সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা, (৩) দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গঠন।

## প্রথম বিষয়ঃ জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সমমর্যাদা প্রদান।

মুহতারম সুধীবৃন্দ ! জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সমমর্যাদার

কথা বলতে গেলে, নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল নাগরিককে যেমন মর্যাদা প্রদান করেছিলেন, গোটাবিশ্বে তার কোন নজির পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে আমরা প্রথমে একটি হাদীস শুনি। হাদীসটি শরহুত ত্বহাবিয়্যাহ নামক কিতাবের ৩৬১ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম বাইহাকীর শুআবুল ঈমানের ৫১৩৭ নম্বর হাদীসে হযরত জাবির (রযি) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেনঃ বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে গোটাবিশ্বের মানবজাতির উদ্দেশ্যে যে সমস্ত মৌলিক অধিকারগুলি ঘোষণা করেছিলেন, তার মধ্যে সকল নাগরিকদের সমমর্যাদা প্রদানের অধিকারের কথাও ছিল। তিনি বলেছিলেনঃ

لَافَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلٰى عَرَبِيٍّ وَلَا فَضْلَ لِأَبْيَضَ عَلٰى أَسْوَدَ وَلَا فَضْلَ لِأَسْوَدَ عَلٰى أَبْيَضَ اِلَّا بِالتَّقْوٰى

“অনারবদের উপর আরবদের এবং আরবদের উপর অনারবদের কোন ফযীলত অর্থাৎ বেশি মর্যাদা নেই। তেমনিভাবে কালোদের উপর সাদাদের এবং সাদাদের

উপর কালোদের কোন অতিরিক্ত মর্যাদা নেই। সকলের মর্যাদা সমান। তবে তাকওয়া এবং উত্তম চরিত্রের ভিত্তিতে মর্যাদার তারতম্য হবে। যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী ও আদর্শবান হবে, সেই সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী হবে।" এটাই ছিল ইসলামী রাষ্ট্রে নবীজির সমমর্যাদার রাষ্ট্রনীতি।

আমরা অনেকে জানি, ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্মের মানুষদের মধ্যে জাতিবাদ প্রথা বহুকাল থেকে চলে আসছে। নিম্নজাতের হিন্দুদেরকে উচ্চজাতের ব্রাহ্মণরা অচ্ছুৎ মনে করে। যদিও ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের রচিত ভারতীয় সংবিধানে জাতিবাদের ভেদাভেদ ভুলে সকলকে সমান অধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তবুও বর্তমান যুগে হিন্দুদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত সেই ভেদাভেদ বহাল আছে। নিম্নবর্ণের দলিত ও আদিবাসী হিন্দুরা এখনও পর্যন্ত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা নির্যাতিত ও নিপীড়িত হচ্ছে। এমনকি তাদেরকে হত্যাও করা হচ্ছে।

অনুরূপভাবে আমরা অনেকে আফ্রিকা মহাদেশের কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের বর্ণবাদের কথা শুনেছি। সেখানে যুগযুগ ধরে কালো ও সাদাদের মধ্যে বর্ণবাদের লড়াই চলে আসছে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রতি নেলসন ম্যান্ডেলা প্রায় ৫০ বছর ধরে এই বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। সেই আন্দলনের কারণে তিনি গোটাবিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৯৯০ সালে তাঁকে ভারতরত্ন পুরস্কার দেওয়া হয় এবং ১৯৯৩ সালে তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়।

তিনি যদিও ধর্মের দিক দিয়ে খৃষ্টান ছিলেন। তবে তিনি নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাম্যবাদের নীতি থেকে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাই তিনি নিজের বক্তব্যের মধ্যে প্রায়ই এ কথা বলতেন যে, নবী মুহাম্মাদ কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের বর্ণবিদ্বেষ দূর করে আপোষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। যারফলে রোমের কৃতদাস সুহাইব, পারস্যের কৃতদাস সালমান ফারসী এবং ইথোপিয়ার কৃষ্ণাঙ্গ বেলালে হাবশী

এঁরা সকলেই উমর ও আবূ বকরের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামাযে দাঁড়াতেন এবং একপাত্রে খানা খেতেন। সুবহানাল্লাহ ! এটাই ছিল বিশ্বনবীর ইসলামী রাষ্ট্রে সাম্যবাদের নীতি। ২০১৪ সালে আরবের আল জাযীরা পত্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলার জীবনী ছাপা হয়েছিল। সেখানে একথাটি উল্লেখ আছে।

## দ্বিতীয় বিষয়ঃ ইনসাফ অর্থাৎ সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা।

**ঈমানদার ভাই সকল !** বিশ্বনবীর ইসলামী রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের সমান অধিকার ছিল। কেউ আইনের ঊর্ধ্বে ছিল না। তিনি সকলের সাথে ইনসাফ করেছেন। কেননা তাঁকে ইনসাফ কায়েম করার জন্যই তো পৃথিবীতে পাঠান হয়েছিল। সূরা শুরার ১৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ "(হে নবী বলুনঃ) এবং আমাকে তোমাদের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আদেশ করা হয়েছে।" তাই তিনি নিজের রাষ্ট্রজীবনে ইনসাফের এমন দৃষ্টান্ত পেশ করে গেছেন, যার তুলনা পৃথিবীতে মিল করা খুবই দুষ্কর। তাঁর ইনসাফ সম্পর্কে

আমরা দু'টি ঘটনা শুনি।

**প্রথম ঘটনাঃ** ঘটনাটি সুনানে কুবরা লিল্ বাইহাকীর ১৬৪৪১ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে। আমরা জানি, বদরের যুদ্ধে কাফিরদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ১০০০। আর মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ছড়ি হাতে নিয়ে নিজের সাহাবীদেরকে ময়দানে সারিবদ্ধভাবে সাজাচ্ছিলেন। একটি সারিতে সাওয়াদ বিন গযিয়্যাহ নামে একজন সাহাবী লাইন থেকে একটু সামনে বেরিয়েছিলেন।

যখন নবীজি সাওয়াদের কাছে পৌঁছলেন, তখন তাঁর পেটে লাঠি দিয়ে একটু হালকা আঘাত করে পিছতে বললেন। সাওয়াদ (রযি) পিছিয়ে তো গেলেন, কিন্তু নবীজির ওই ছড়ির আঘাতের প্রতিশোধ নেবেন বলে দাবি করলেন। বললেনঃ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! اِنَّ اللهَ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّكَ قَدْ عَقَرْتَنِي "হে আল্লাহর রসূল ! নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সত্যনবী হিসেবে পাঠিয়েছেন। আর আপনি আমাকে ছড়ি দ্বারা আঘাত করে কষ্ট দিলেন ? আমি এর প্রতিশোধ নিতে

চাই। নবীজি বললেনঃ ঠিক আছে, তুমি প্রতিশোধ নাও। যেহেতু নবীজি জামা গায়ে ছিলেন, তাই সাওয়াদ (রযি) বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল ! ইনসাফ হল না। কেননা আপনি যখন আমাকে ছড়ি দিয়ে আঘাত করেছিলেন, সে সময় আমার শরীরে কোন জামা ছিল না। আমি খালি গায়ে ছিলাম। অতএব আপনি আগে জামা খুলে পেট বের করুন, তারপর আমি প্রতিশোধ নেব। তবেই তো ইনসাফ হবে। আমাদের কি মনে হয়, হযরত সাওয়াদ (রযি) কি সত্যিই প্রতিশোধ নিবেন ?

দেখুন তারপর কী হল ? বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন রাষ্ট্রনেতা হয়ে কি অপরুপ ইনসাফ করলেন ? নবীজি নিজের গায়ের জামা খুলে দিয়ে বললেনঃ নাও জামা খুলে দিলাম। এবার তুমি প্রতিশোধ নাও। সাহাবী হযরত সাওয়াদ (রযি) যেই নবীজির শরীর মোবারাক খোলা দেখলেন, তখন প্রতিশোধ নেওয়া তো দূরের কথা বরং ঝাঁপিয়ে পড়ে নবীজির পেটে চুমা দিলেন। এবং জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। কিছুতেই ছাড়লেন

না। এমনভাবে জড়িয়ে ধরলেন যে, মনে হল যেন তিনি শেষ বিদায় নিচ্ছেন। অতঃপর যখন তিনি ছেড়ে দিলেন, তখন নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, সাওয়াদ তুমি এমনটা করলে কেন ? সাওয়াদ (রযি) বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো জানেন, আর কিছুক্ষণ পরেই যুদ্ধ আরম্ভ হতে চলেছে। এই যুদ্ধে যদি আমি শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আর হয়ত আপনার সঙ্গে দেখা হবে না। তাই এই সুযোগটা হাত ছাড়া করলাম না। এ কথা শুনে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নেক দুআ দিলেন। ভেবে দেখুন, কি অপরূপ প্রতিশোধ।

দ্বিতীয় ঘটনাঃ আমরা নবীজির ইনসাফের রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আর একটি ঘটনা লক্ষ্য করি। মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশ বংশের এক মহিলার চুরির ঘটনা সামনে আসল। মক্কার কুরাইশ বংশের লোকেরা এ বিষয়ে খুব চিন্তায় পড়লেন। কেননা তারা মক্কার সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত বংশ ছিলেন। এখন যদি ওই মহিলার হাত কাটা যায়, তাহলে তাদের মান সম্মান সব ধুলোয় মিশে যাবে। তাই তারা

নবীজির সবচেয়ে কাছের ও প্রিয় মানুষ উসামা বিন যাইদকে দিয়ে নবীজির কাছে সুফারিশ করলেন। উসামা যখন এ বিষয়ে নবীজির কাছে সুফারিশ করলেন, তখন নবীজির চেহারাটা রেগে লাল হয়ে গেল। বললেনঃ হে উসামা ! তুমি আল্লাহর শিরোধার্য শাস্তি সম্পর্কে সুফারিশ করছ, যাতে করে সেটা প্রয়োগ না করা হয় ?

অতঃপর নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কাবাসীদেরকে বললেনঃ তোমাদের পূর্বসূরীরা এভাবেই ধ্বংস হয়েছিল। যখন তাদের মধ্যে কোন সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করত, তখন তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোন নিম্নশ্রেণীর দুর্বল মানুষ চুরি করত, তখন তাকে শাস্তি দিত। খোদার কসম করে বলছিঃ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করে, তাহলে আমি তারও হাত কাটব।” ঘটনাটি সহীহ বুখারীর ৪৩০৪ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে। এ ঘটনা দ্বারা আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারলাম যে, নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের জন্য সমান আইন ছিল।

## তৃতীয় বিষয়ঃ দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গঠন।

সুধী বন্ধুগণ ! দুর্নীতমুক্ত রাষ্ট্র গঠনে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদ্ধপরিকর ছিলেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সম্পদে না নিজে কখনও একটি দিরহামও দুর্নীতি করেছেন, আর না তাঁর মন্ত্রীবর্গ ও দায়িত্বশীল সাহাবীরা। বরং তিনি নিজের এবং নিজের পরিবারের জন্য বাইতুল মালে জমাকৃত যাকাত-ফিতরার সম্পদ সম্পূর্ণ হারাম মনে করতেন। অতএব তাঁর ক্ষেত্রে বাইতুল মালের মধ্যে দুর্নীতির কোন প্রশ্নই ওঠে না। রইল তাঁর দায়িত্বশীল সাহাবীদের কথা, তো তিনি তাদেরকে দুর্নীতি সম্পর্কে বারবার সতর্ক করতেন।

এ সম্পর্কে আমরা একটি ঘটনা লক্ষ্য করিঃ একসময় নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআয ইবনে জাবাল রযিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়ামান দেশের গভর্নর করে পাঠিয়েছিলেন। যখন তাঁকে বিদায় দিয়ে রওনা করলেন, তখন পিছন থেকে পুনরায় ডাক দিয়ে বললেনঃ হে মুআয! তুমি কি জান, আমি তোমাকে দ্বিতীয়বার কী জন্য

ডাকলাম? শোনো, আমার বিনা অনুমতিতে কোন রাষ্ট্রীয় সম্পদে হাত দেবে না। কেননা এটা দুর্নীতি বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় সম্পদে দুর্নীতি করবে, সে কিয়ামতের দিন সেই সম্পদ নিয়ে হাযির হবে। এই জন্য আমি তোমাকে ডেকেছিলাম। এবার তুমি যাও। এ ঘটনাটি সুনানে তিরমিযীর ১৩৩৫ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে।

সুধীবৃন্দ ! সবচেয়ে বড় কথা হল, যদি নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর দায়িত্বশীল সাহাবীগণ কখনও রাষ্ট্রীয় সম্পদে দুর্নীতি করতেন, তাহলে তাদের জীবন হত আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাসিতার জীবন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী আছে, তাদের জীবন ছিল একেবারে গরীবানা ও সাদাসিধে। এ বিষয়ে দু'টি ঘটনা শুনুন।

প্রথম ঘটনাঃ মুসনাদে আহমাদের ১২৪১৭ নম্বর হাদীসে হযরত আনাস (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ একবার আমি নবীজির ঘরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম নবীজি দড়ির তৈরি একটি খাটে শুয়ে আছেন। মাথায় খেজুরের খোশা ভরা একটি চামড়ার বালিস। খাটে

কোন তোশক গদি নেই। এমতাবস্থায় একদল সাহাবী অনুমতি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন। তাদের মধ্যে হযরত উমার (রযি)ও আছেন। নবীজি তাদের দেখে উঠে বসলেন। যেহেতু খাটে কোন গদি ছিল না, তাই নবীজি যখন উঠে বসলেন, তখন দেখা গেল, তাঁর গায়ে দড়ির দাগ পড়ে গেছে। এই অবস্থা দেখে হযরত উমার হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন।

নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উমারকে বললেনঃ مَا يُبْكِيْكَ يَا عُمَرُ "হে উমার ! কাঁদছ কেন ? হযরত উমার (রযি) বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি কাঁদছি এই জন্য যে, আজ রোমের বাদশা কয়সার এবং পারস্যের বাদশা কিসরা, তারা আল্লাহর অবাধ্য ও নাফরমান বান্দা হয়েও বড় আরাম আয়েশ ও বিলাসিতার সাথে জীবন কাটাচ্ছে। আর আপনি দো জাহানের বাদশা এবং আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় রসূল হয়েও এমন কষ্টের জীবন কাটাচ্ছেন। আমরা কি আপনার জন্য একটা নরম তোশক ও গদির ব্যবস্থা করে দিব না ? নবীজি সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেনঃ “হে উমার ! তুমি কি পছন্দ কর না যে, এই দুনিয়াটা তাদের জন্য হোক, আর আখিরাতটা আমাদের জন্য হোক ? হযরত উমার বললেনঃ অবশ্যই। নবীজি বললেনঃ তাই হবে। লক্ষ্য করুন, নবীজির রাষ্ট্রজীবন কেমন ছিল ? আর বর্তমান যুগে সরকারি অর্থ থেকে ক্রয় করা লক্ষ লক্ষ টাকার পোশাক পরিধানকারী নেতাদের জীবন কেমন কাটছে ?

যাইহোক আমাদের লক্ষণীয় বিষয় হল, ইসলামী রাষ্ট্র ছিল দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র। তাই তখন দেশের নাগরিকরা সুখ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করত এবং যতদিন গোটা বিশ্বের নেতৃত্ব মুসলিম শাসকদের হাতে ছিল, ততদিন পৃথিবীতে সোনালী যুগ ছিল। আর বর্তমান যুগের পরিস্থিতি তো বলার অপেক্ষা রাখে না। আপনারা তো সকলেই জানেন, যতবড় নেতা ততবড় দুর্নীতি।

সুধী বন্ধুগণ ! ইসলামের দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র এবং বর্তমান রাষ্ট্রগুলির তফাৎ সম্পর্কে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের সকলের জেনে রাখা উচিৎ। সেটা হল, নবীজি

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর খুলাফায়ে রাশিদীনগণ যখন ইন্তেকাল করেছিলেন, তখন প্রত্যেকেই ঋণগ্রস্ত ছিলেন। দেশ ও দেশের নাগরিকদের জন্য নিজেদের বিষয় সম্পত্তি সব বিলিন করে দিয়েছিলেন। সুনানে তিরমিযীর ১২১৪ নম্বর হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর যুদ্ধের লোহার বর্ম অর্থাৎ পোশাক একজন ইয়াহূদীর কাছে ৩০ স্বা' অর্থাৎ ১ কুইন্টাল জবের বদলে বন্ধক ছিল।"

অনুরূপভাবে সীরাতের কিতাবগুলিতে লেখা আছে, হযরত উমার (রযি) ইন্তেকালের পূর্বে নিজের পুত্র আব্দুল্লাহকে ডেকে বললেনঃ বেটা ! আমার ঋণ কত আছে? হিসাব করতো। আব্দুল্লাহ হিসাব করে বললেনঃ ৮০ হাজার দিরহাম। হযরত উমার (রযি) বললেনঃ আমার ইন্তেকালের পর আমার পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে হলেও এই ঋণ সব পরিশোধ করার ব্যবস্থা করবে।

এবার আমরা একটু ভেবে দেখি, বর্তমান যুগে যদি

কোন নেতা মারা যায় তাহলে তার ঋণ কত থাকে ? মনে রাখবেন, কোন নেতা মারা গেলে ঋণ তো দূরের কথা, যা সম্পদ গুছিয়ে রেখে যায় তা তার ১৪ পুরুষ কেন কমপক্ষে ১০০ পুরুষ পর্যন্ত বসে বসে খেতে পারবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হিফাযত করুন। দুআ করি, যেন আল্লাহ তায়ালা আমাদের ব্যক্তিগতজীবন এবং রাষ্ট্রীয়জীবন উভয়কে দুর্নীতিমুক্ত করে দেন, আমীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنْ

---

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী

সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক

---

# নির্দেশনা

বয়ানের এ pdf কপিটি আপনাকে আমানত স্বরূপ দেওয়া হল। আশারাখি, আপনি এটি শেয়ার করে আমানতে খিয়ানত করবেন না। আপনি অন্যান্য ইমাম ও খতীবগণকে আমাদের www.jamianumania.com ওয়েব সাইটে সংযুক্ত হতে সহযোগিতা করুন। - কর্তৃপক্ষ